আবুধাবি থেকে ফিরলেন আরও ১৫২ বাংলাদেশি

করোনা প্রাদুর্ভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে আটকে পড়া আরও ১৫২ জন বাংলাদেশি ইউএস-বাংলার একটি বিশেষ ফ্লাইটে করে দেশে ফিরেছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে তারা ঢাকা পৌঁছান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএস-বাংলার জনসংযোগ শাখার জিএম মো. কামরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে এই বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করে।

তিনি জানান, আবুধাবি থেকে প্রত্যেক যাত্রী করোনাভাইরাস নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করেছেন।
মহামারীর কারণে বিশ্বে বিমান যোগাযোগ সীমিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণা করায় অনেকে বিভিন্ন দেশে আটকা পড়েন।

বাংলাদেশ থেকে ১৭টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে এখন কেবল লন্ডন ও চীনে সরাসরি ফ্লাইট চলাচল করছে। আর ঢাকা থেকে কাতারে ট্রানজিট যাত্রীরা চলাচল করতে পারছেন। এ অবস্থায় বিশেষ ফ্লাইটে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

গত তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, মালদ্বীপ, কুয়েত, কাতার, ভারত, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে:

রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা

ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আর নেই

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব শেখ নাজমুল হক সৈকত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আব্দুল্লাহ ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতী নদীর তীরবর্তী কেকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মো. মতিউর রহমান এবং মাতা মরহুমা আলহাজ্ব মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট মুজিব বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ সেবা করার লক্ষ্যে চাকুরির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার নেতৃত্বে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর কাউন্সিলের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের করোনা পজিটিভ

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের করোনা পজিটিভ। সোমবার রাতে তার ছেলে সাবেক সংসদ সদস্য তানভীর শাকিল জয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শারীরিক ‘দুর্বলতা’ নিয়ে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম।

হাসপতালে ভর্তির পর তার করোনাভাইরাসের পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। পরীক্ষায় তার করোনা পজিটিভ আসে।

বিস্তারিত আসছে…

সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন

৩১ মে থেকে সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা প্রর্যন্ত চলবে এই গণপরিবহন। তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধী মেনে স্বল্প সংখ্যাক যাত্রী নিয়ে এই পরিবহন চলবে।

এর আগে জানানো হয়, ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে অফিস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। আগামীকাল সকালে এবিষয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে সীমিত পরিসরে সব অফিস খোলা রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি বলেন, রাত আটটা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত আগের মতো চলাচল সীমিত থাকবে। হাটবাজার দোকানপাট বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

সূত্র – বিডি ২৪ লাইভ
মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়। যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আজ ১২১ তম জন্মজয়ন্তী

‘বিদ্রোহী’ একটি অবিস্মরণীয় কবিতার নাম। ১৯২১ সালে তৎকালীণ বৃটিশশাষিত বিশাল ভারতবর্ষে এই একটি কবিতা সকলকে বিস্ময়কর ভাবে নড়ে-চড়ে বসতে বাধ্য করেছিলো। মাত্র একুশ বছর বয়সে রচিত এই কবিতার মাধ্যমে সারা ভারত বর্ষে এক ধুমকেতুর মতো আলোকবিচ্ছুরণে বিস্ময়কর আত্মজাগরণ হয় এক মহান কবি’র; নাম-কাজী নজরুল ইসলাম। তার অমর সৃষ্টি ‘বিদ্রোহী’ নামের এই অনবদ্য কবিতার নামেই সকলের কাছে পরিচিতি পেলেন ‘বিদ্রোহী কবি’ নামে। তারপর থেকে পাদ-প্রদীপের আলোয় উঠে আসা এই কবি একটানা লিখে চললেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আর গণমানুষের নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

তার লেখার প্রায় প্রতিটা কবিতার পরতে-পরতে উঠে এলো তৎকালীন সারাভারত বর্ষের মুক্তি দাবির পাশাপাশি সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান। সেই সাথে তার লেখনীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনবদ্য ফসল হিসেবে উঠে এসেছেÑসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতারোধে প্রাসঙ্গিক নানান বিষয়াবলী এবং বিশ্বমানবমুক্তি আর ভালোবাসার জন্য অসামান্যসব লেখনী, কবিতা-গান। আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ। বিশ্বমানবতার উপর নিপীড়ন, বৈষম্য, শোষণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে অগ্নিকণ্ঠে সোচ্চার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মজয়ন্তী।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ তার বাণীতে বলেন, ‘কবি কাজী নজরুল অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখতেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিদ্রোহী কবির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী-সমৃদ্ধ ও

আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে।

কবির এবারের এ জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমন জনিত কারণে জনসমাগম এড়িয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জাতীয়ভাবে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান নানা কর্মসূচি গ্রহন করেছে। এর মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতিমন্ত্রণালয় নির্মান করেছে বিশেষ অনুষ্ঠান ‘জাগো অমৃত পিয়াসী’।

আজ রোববার সকাল এগারটা হতে বিটিভিসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে একযোগে এই অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। এর আগে সকাল ১১টায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে শুরু হবে দিনের আনুষ্ঠানিকতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি সচিব ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম-আজকের এই দিনে-বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দ’র ১১ জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৮৯৯ সাল) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানাধীন চুরুলিয়া গ্রামে জš§গ্রহণ করেন। দ্রোহ, প্রেম, সাম্য, মানবতা ও শোষিত মানুষের মুক্তির বার্তা নিয়ে আসা কবির জন্ম। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ও মা জাহেদা খাতুন। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’। সে নামের সঙ্গে সুবিচার (!) করতেই যেন শৈশবে পিতৃহারা হন মানবতা আর সাম্যের এই কবি। পিতার অকাল মৃত্যুতে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি শিশু বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতা, হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেম এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ করতে শুরু করেন। এরপরও কবিকে নানা বাধার দুর্লংঘ্য পর্বত পাড়ি দিতে হয়েছিল। এরই মাঝে একদিন সকলকে চমকে দিয়ে বাংলার সাহিত্যাকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপে আত্মপ্রকাশ করেন কবি।

কবিরুপে নজরুলের এ অভ্যূদয় কেবল ধুমকেতুর সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সম্পর্কে যথ্যার্থই বলেছেন, ‘কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।’

সময়ের পথপরিক্রমায় মানুষের চেতনায় আঘাত করে দেশ-প্রেম আর সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার বিস্ময়কর ক্ষমতা লালন করতেন বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়-অবিচার, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক। কবি তার জ্যোর্তিময় লেখনিতে বারবার তুলে এনেছেন বাঙালির মেধা-মনন ও অস্তিত্বের জগত; অসম্প্রদায়িক বাঙালিত্ব, প্রেম, দ্রোহ আর মানবতা। পরবর্তীতে জ্যোর্তিময় অসম্প্রদায়িক এই কবি হয়ে উঠলেন-প্রেম, দ্রোহ আর মানবতার কবি। মানবানুভূতির এই ত্রয়ী বন্ধনের বাইরেও তার সৃজনে উঠে এসেছে বিপ্লব আর সাম্যের বাঁধনে মানবমুক্তির উদাত্ত আহ্বান।

বাংলার সাহিত্য আকাশে অগ্নিবীণা হাতে ধূমকেতুর মতোর আবির্ভাবের কবি নজরুলের ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় তার কাব্য-সংকলন ‘অগ্নিবীণা’। এই কাব্য-সংকলন বাংলা কবিতায় সৃষ্টি করে এক নতুন ধারা। এই কাব্যগ্রন্থের সবচেয়ে সাড়া জাগানো কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে; ‘প্রলয়োল¬◌াস’, ‘আগমনী’, ‘খেয়াপারের তরণী’, ‘শাত-ইল্-আরব’, ‘বিদ্রোহী’, ‘কামাল পাশা’ ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম গদ্য রচনা ছিল ‘বাউন্ডুলের আত্নকাহিনী’। ১৯১৯ সালের মে মাসে এটি সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার লেখা অন্যান্য গদ্যের মধ্যে রয়েছে ‘হেনা’, ‘ব্যাথার দান’, ‘মেহের নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’। ১৯২২ সালে নজরুলের একটি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়; যার নাম ‘ব্যথার দান’। এছাড়া একই বছর প্রবন্ধ-সংকলন ‘যুগবাণী’ও প্রকাশিত হয়।

নজরুলের সাহিত্যকর্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য হলো তার গান। কবির লেখা গানসমূহ এখন ‘নজরুলগীতি’ নামে পরিচিত। তার এসব গানের মধ্যে ভক্তিমূলক গান, প্রণয়গীতি, প্রকৃতি বন্দনা, দেশাত্নবোধক গান, রাগপ্রধান গান, হাসির গান, ব্যাঙ্গাত্মক গান, সমবেত সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত এবং বিদেশীসুরাশ্রিত গানসহ দশটি ভাগে বিভাজ্য হয়েছে। তিনি তার সীমিত কর্মজীবনে তিন হাজারেও অধিক গান রচনা করেছেন।

পৃথিবীর কোনো ভাষায় একক হাতে এত বেশি সংখ্যক গান রচনার উদাহরণ নেই। এ সকল গানের বড় একটি অংশ তারই সুরারোপিত। তার রচিত ‘চল চল চল, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল’ বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। তার কিছু গান জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছিল যার মধ্যে রয়েছে গানের মালা, গুল বাগিচা, গীতি শতদল, বুলবুল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আরও গান সংগ্রন্থিত হয়েছে। তবে তিনি প্রায়শ তাৎক্ষণিকভাবে লিখতেন; একারণে অনুমান করা হয় প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে বহু গান হারিয়ে গেছে। এছাড়া, কাজী নজরুল গান রচনাকালে ১৯টি রাগের সৃষ্টি করেন।

যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

তার সাহিত্যকর্মে প্রাধান্য পেয়েছে ভালবাসা, মুক্তি এবং বিদ্রোহ। ধর্মীয় লিঙ্গভেদের বিরুদ্ধেও তিনি লিখেছেন। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখলেও তিনি মূলত কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। বাংলা কাব্যে তিনি এক নতুন ধারার জš§ দেন। এটি হল ইসলামী সংগীত তথা গজল। নজরুল প্রায় তিনহাজার গান রচনা এবং সুর করেছেন; যা এখন নজরুল সংগীত নামে পরিচিত। মধ্যবয়সে তিনি পিক্স ডিজিজে আক্রান্ত হন। এর ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। এক সময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

এই মানসিকভারসাম্যহীন কবিকে ১৯৭২ সালের ২৪ মে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে সপরিবারে ভারতে থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেন। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তার বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়।

একই সালে কবির ছোট ছেলে ও বিখ্যাত গিটার বাদক কাজী অনিরুদ্ধ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭৬ সালে কবি নজরুলের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করে। এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক ‘একুশে পদক’ প্রদান করা হয় তাকে। তৎকালীন প্রধান আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালের ১১৭ নম্বর কেবিনে তার হাতে দিয়ে আসেন। সেখানেই কবির শেষ দিনগুলো কাটে। সে বছরের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবনকাল ৭৮ বছর হলেও ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দুঃসহ নির্বাক জীবন কাটিয়েছেন।

তার মৃত্যুর পর তার লেখা গান-‘মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাই, যেন গোরের থেকে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই’ কথাকে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে তাকে সমাহিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে।

ধ্যানে-জ্ঞানে, নিশ্বাসে-বিশ্বাসে, চিন্তাচেতনায় পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখনও দুই বাংলায়

সমভাবে সমাদৃত। তার প্রসঙ্গে ওপার বাংলার কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, ‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল/এই ভুল টুকু বেঁচে থাক/বাঙালি বলতে একজন আছে/দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।

মেপ্র/এমএফআর

ঈদে ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামে যাওয়া যাবে: র্যাব প্রধান

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রাজধানী থেকে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যে কেউ চাইলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপনে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিবহন থাকতে হবে। কোনো ধরনের গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শুক্রবার সকালে আসন্ন ঈদুল ফিতর ও চলমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গৃহীত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি একথা জানান।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে কেউ ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া আসা করতে পারবেন। তবে কোনোভাবেই গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না।

ঈদের আগে হঠাৎ ব্যক্তিগত গাড়িতে চলাচল স্বাভাবিক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথ কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা পালন করছি। সরকার হয়ত যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে। তবে গণপরিবহণ তো চলছে না। যারাই ঢাকার বাইরে যাচ্ছেন বা আসছেন অবশ্যই স্বাস্থ্য বিধি মেনেই আসছেন।

ঈদের পরে ছুটি শেষে যখন মানুষ ফিরবে তখন তো আবার করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নে ডিজি বলেন, সবাইকে

আহ্বান করব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভালো মতো ফিরবেন। গণপরিবহনে গাদাগাদি করে ফিরবেন না।

ঈদের দিনে বা আগে পরে রাজধানীর দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভিড় করা যাবে না। ঈদের জামায়াতে স্বাস্থ্যবিধি বা সরকারি নির্দেশনা মানা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখবে র্যাব। যুগান্তর

হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

রিজভী বলেন, সরকার উন্নয়ন দেখাচ্ছে। এসব করে আপনার নেতাকর্মীদের পকেট ফুলতে ফুলতে্ একেবারে বেলুনের মত করে দিয়েছেন।মানে টাকা এত বেশি পকেটে ঢুকেছে-বেলুনের মত। মানুষ যেখানে বাঁচবে, জনগন যেখানে বাঁচবে।তাদের রোগে-শোকে ভোগলেও ন্যুনতম একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার করেনি। করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ

হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন মাস্ক যেটা দরকার সেটা ৮০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মেশিনটি দরকার সেটা ৬৯ শতাংশ হাসপাতালে নেই। এভাবে দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে(এডিপি) স্বাস্থ্যখাতে কম বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী।

রাজধানীর উত্তরার ৪৭ নং ওয়ার্ডে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এম কফিলউদ্দিনের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণের এই অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে মহানগর উত্তরের নেতা আহসানউল্লাহ হাসান, এবিএমএ রাজ্জাক, মোতালেব হোসেন রতন, মমতাজ উদ্দিন, এফ ইসলাম চন্দন, সফুরউদ্দিন মৃধা, সাইফুল ইসলাম সরুজ, তাজুল ইসলাম, মো. মুনির, জাহিদ মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর পূর্ব ছাত্র দলের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণসহ মহানগর পূর্বের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দুপুরে মগবাজারে মীরবাগে ফিউচার অব বাংলাদেশের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এই সময়ে শওকত আজিজ, জামাল হোসেন টুয়েল, রেজাউল হোসেন অনিক উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী বলেন, আমরা যদি বলি সরকারি হিসাব ২৮ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত এদেশের মানুষ এবং ৪শ’ দুই মারা গেছেন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। আর যারা মেডিকেল গবেষণা করে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তার থেকে ১০ গুন থেকে ৪০ গুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

সরকার অনেক পরিসংখ্যান গুম করছেন, প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। এটা আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর